দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 08 OCT 1995
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া ছাত্রছাত্রী ভর্তি: কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

(পূর্ব প্রকাশের পর) -

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যেই ভর্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিমত ব্যক্ত করেছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল প্রণীত নিজস্ব পরীক্ষা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে বলে, নতুন নিয়ম সম্পর্কিত সরকারী ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপের শামিল। সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা কিভাবে হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই তাঁদের নিজস্ব-পদ্ধতিতে নির্ধারণ করবেন। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দও সরকার প্রণীত নতুন পদ্ধতি বিরাজমান ভর্তি সমস্যার কোন সমাধান নয় বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এটা মূল সমস্যাকে আড়াল করারই প্রয়াশ মাত্র।

দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের মধ্যেও ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। কেউ কেউ নতুন ব্যবস্থাকে ভাল বা মন্দের ভাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার কেউ কেউ পরীক্ষা ব্যবস্থায় আস্থা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত ভর্তির পুরনো পদ্ধতি বাতিল করলে তার ফল ইতিবাচক হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, একটি নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলার পরেই কেবল প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির নিয়ম চালু করা যেতে পারে। অনেকে আবার এ কথাও বলছেন যে, সম্প্রতি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ব্যর্থ বিশজন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে না পেরে সরকার অনেকটা আক্রোশের বশবর্তী হয়ে 'হুট' করে নতুন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ বিশজন ছাত্র মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার কারণে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি করে নেয়ার জন্য সরকার কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকগণ ভর্তি পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ বিশজন ছাত্রকে নিয়ম ভঙ্গ করে ভর্তি করে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

অসংখ্য নজির আছে যে, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় আট শ' নম্বরের বেশি পেয়েও অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি

শাহজাহান মিয়া

পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি। অথচ মাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে অনেকে ভাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ভালভাবে কৃতকার্য হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই তালিকার অনেকেই এসএসসি বা এইচএসসি মেধা তালিকায় স্থান পায়নি। সুতরাং ভর্তি পরীক্ষাই যে মেধা যাচাইয়ের প্রকৃত এবং প্রধান ব্যবস্থা, তা অনস্বীকার্য। বর্তমান অবস্থায় এর বিকল্প নেই বলে অনেকে মনে করেন। ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রেখে কলেজে ভর্তির জন্য এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ওপর পয়েন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের ওপর পয়েন্ট ধরে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পক্ষে জোর মতামত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রাপ্ত প্রতি এক শ' নম্বরে এক পয়েন্ট এবং ভগ্নাংশ দশ নম্বরের জন্য দশমিক শূন্য এক পয়েন্ট ধরা যেতে পারে। এ ব্যবস্থায় এসএসসি, এইচএসসি ও ভর্তি পরীক্ষার 'পারফরমেন্সে'র মধ্যে সামগ্রিক মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা চালু আছে।

ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর শিক্ষিত বেকার যুবক ও ছাত্রদের কাছ থেকে ইতোমধ্যেই চাকরির ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ প্রথা তুলে দিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে চাকরি প্রার্থীকে নিয়োগদানের দাবি উঠেছে। সরকারী নতুন সিদ্ধান্তের আলোকে দাবিটিকে একেবারে অমূলক বলা যাবে না। কিন্তু তারপরও কি দাবিটি মানা আদৌ সম্ভব? তারা যুক্তি দেখিয়েছে, বিভিন্ন আকর্ষণীয় পদে তদবিরের জোর বা দান-দক্ষিণার আশ্রয় না নিলে চাকরি পাওয়া যায় না। তাদের কথায় যুক্তি থাকলেও এ দাবি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যদিও বর্তমান সরকারের আমলে সকল পর্যায়ে দলীয়করণের ফলে চাকরি পাওয়া যে কত কঠিন, তা আজ সর্বজনবিদিত। সুতরাং নির্বাচনী পরীক্ষা ছাড়া যেমন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ব্যাংক এবং কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। তেমনি ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত নয়।

সরকার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনায় নিয়ে বাস্তব অবস্থার আলোকে তা পুনর্মূল্যায়নে আন্তরিক হবে বলে সবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। *(সমাপ্ত)*